মোঃ জয়নাল আবেদীন
চেয়ারম্যান
০৬ নং কাফ্রিখাল ইউনিয়ন

মুখবন্ধ

মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন দুরদর্শী নেতা যিনি এ দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর এ দুপ্ত প্রত্যয়েরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে আজ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরেছেন। রংপুর জেলার প্রতিটি ইউনিয়নকে স্বতন্ত্রভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করার নির্মিত্ত জেলা প্রশাসন, রংপুর, স্থানীয় সরকার, রংপুর ও উপজেলা প্রশাসন, মিঠাপুকুর এর আওতায় "ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং" কর্মসূচীটি তেমনই একটি উদ্যোগ।

রংপুর জেলার বৈচিত্রময় সংস্কৃতি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কারণে সারাদেশে সমাদৃত। এ জেলার প্রতিটি ইউনিয়ন বিভিন্নভাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময়। মিঠাপুকুর উপজেলার চতর ইউনিয়ন তেমনি একটি ইউনিয়ন। চতরা ইউনিয়নের বিদ্যমান ঐতিহ্য, গৌরব ও মর্যাদাকে সমুন্নত করারি লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই যুপোপযোগী প্রচারণার পাশাপাশি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের কাফ্রিখাল ইউনিয়ন আরও সমৃদ্ধশালী, পর্যটনে, বিকশিত, বিনিয়োগবান্ধব এবং অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে বলে আমি আশাবাদী।

"কাফ্রিখাল ইউনিয়ন- ব্র্যান্ডিং" বইটি ইউনিয়নের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দর্শনীয় স্থানসমুহকে সকলের সামনে তুলে ধরার নিমিত্তে প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সাথে এ ইউনিয়নের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমুহের সাথে দেশের সকল স্তরের জনসাধারণের নিকট বিশেষমত পর্যটকদের পরিচিত করানো এবং তাদের উল্লেখ্যযোগ্য দর্শণীয় স্থান প্রাচীন সেন বংশীয় রাজা নীলাম্বর সেন এর ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনা পুরাকীর্তি এবং প্রকৃতির এক অপূর্ব মিশেল "কাফ্রিখাল ঝিলপার্ক"। ইতিমধ্যেই এ জায়গাটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভ্রমণপিপাসু নাগরিকদের মনে মূগ্ধ প্রশান্তির বার্তা পৌছে দিয়েছ। বিগত ২০২১ ইং সালে অনুষ্ঠিতব্য ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকেই কাফ্রিখাল ঝিলপার্ক পর্যটন স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম শুরু করি। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য, (রংপুর-২৩,মিঠাকুর-০৫) মহোদয় কাফ্রিখাল সফরকালে কাফ্রিখাল ঝিলপার্ক পরিদর্শন করেন এবং পরবর্তীতে তাহার প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কাফ্রিখাল ঝিলপার্কের ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে ট্যুরিজম পার্ক করার সুপারিশ ঈস্বদান করেন। কাফ্রিখাল ঝিলপার্ক মাননীয় সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমান "কাফ্রিখাল ঝিলপার্কের" সম্ভাবনার এক অপূর্ব দুয়ার হিসেবে উন্মোচন করেন। পরবর্তীতে উপজেলা প্রশাসন-এর চাহিদা অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমার কাফ্রিখাল ঝিলপার্কের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ডিও লেটার প্রেরণ করেন যা প্রক্রিয়াধীন। কাফ্রিখাল ঝিলপার্ক পর্যটন শিল্পের আওতায় নিয়ে আসার জন্য জেলা প্রশাসন, মিঠাপুকুর উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবন্দ, সুশীল সমাজ সর্বোপরি যারা এ মহতী কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সহযোগিতা করেছেন এবং করিতেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করছি। আগামী দিনে কাফ্রিখাল ঝিলপার্ক তথা কাফ্রিখাল হয়ে উঠুক আরো বেশী সমৃদ্ধ, সম্ভাবনাময় এবং এতদঞ্চলের স্বকীয় ও অভিন্ন পরিচিতির ধারক ও বাহক।